সার্ত্র এর উপন্যাস

রবিন পাল

অস্তিত্বের অস্থিরতা

অস্তিত্ববাদের বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হিসেবেই জাঁ পাল সার্ত্র সুবিখ্যাত। এই অস্তিত্ববাদ ও তাঁর দৃষ্টিকোণ থেকেই তিনি সমাজ ও রাজনীতি পর্যবেক্ষণ করেছেন, কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তির জীবন ও কার্য বিশ্লেষণ করেছেন তেমনি নাটক লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, উপন্যাস লিখেছেন। তাঁর গল্পের বই হল Le Mur বা The Wall (১৯৩৯) যাতে পাঁচটি গল্প, আছে তাঁর উপন্যাস হল (La Nausec (Nausea) (১৯৩৮) এবং ল্প্দ্ব ট্রড়ন্দ্বপ্পল্পব্দ স্তুন্দ্ব ন্ত্র প্তুনন্দ্ব্বক্তজব্ধন্দ্ব, বা বড়ন্দ্ব ভ্রপ্স্তুস্তু ব্ধপ্স ঠক্তজন্দ্বনন্দ্বস্তুপ্সপ্প. এটি আসলে ত্রয়ী উপন্যাস যার প্রতিটি খণ্ডের পৃথক নাম আছে----(১ম) ন্স' ট্টন্ধন্দ্ব স্তুন্দ্ব ন্ত্রক্সনব্দপ্স ছট্টন্ধন্দ্ব ব্ধপ্স ত্মন্দ্বব্দপ্সগ্ন ছ১৯৪৫গ্ন (২য়) ল্প্দ্ব ত্রত্তুক্তজব্দনব্দ ছবড়নব্দ ত্মন্দ্বক্সক্তজন্দ্বন্দ্বগ্ন ছ১৯৪৫গ্ন এবং (৩য়) ন্ত্র ত্তপ্সক্তজব্ধ স্তুব্দ ঢ্রপ্পন্দ্ব ছঢক্তজপ্স ন্ত ব্ধড়ন্দ্ব ত্রপ্সত্তুপ্তু বা Troubled Sleep) (1945). এর ৪র্থ খণ্ড ন্ত্র ডডন্দ্বক্তনন্দ্বক্তজন্দ্ব ট্রড্রন্তুন্দ্ব বা Drole d'Amitie এই নামে Les Temps Modernes পত্রিকায় নভেম্বর ও ডিসেম্বর, ১৯৪৯ অংশত প্রকাশিত হয় যা সমাপ্ত করা হয় নি। ১৯২৯ সাল থেকেসার্ত্র লেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। অধ্যাপক হিসেবে জাপানে যাবার ইচ্ছে ছিল ত্রিশেরদশকের গোড়ায়। তা কার্যকরী হল না। লী হাঙর্-এ এক অধ্যাপক ছুটিতে যাওয়ার সেখানে চাকরী হল। শহরটা সমুদ্রের ধারে, সেখানে ঝোলানো সেতু, ছোট ছোট পাহাড়---এটাই তাঁর La Nausee বা ..বিবমিষা.. উপন্যাসের পটভূমি এবং রোকেতঁ চরিত্রে তাঁর নিজেরই ছায়া পড়েছে। ১৯৩১ - ৩২ -এ তিনি পরিচিত হলেন প্রুস্ত, জয়েস ও কাফ্‌কার রচনার সঙ্গে। লী হাঙ্র -এর রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মানুষের সে অর্থমুক্ত জগতের এলোমেলো রূপ তিনি প্রত্যক্ষ করতেন সে সবই আসে রোকেতাঁর অভিজ্ঞতায়। অর্থনৈতিক সংকট, হিটলারী উত্থান, ফ্যাসীবাদী দম্ভ, ফ্রান্সে জাতীয়তাবাদের প্রচার ইত্যাদির মধ্যে জার্মানী থেকে তিনি ..বিবমিষা.. উপন্যাসের কাজ শু করেন, হুসার্লের পদ্ধতি অনুযায়ী দার্শনিক নিবন্ধ রচনাও ছিল পাশে পাশে। স্পেনে গৃহযুদ্ধ শু হল, ১৯৩৫ -এর শেষ দিকে গালিমার বিবমিষার পাণ্ডুলিপি ফিরিয়ে দিল। পরে অবশ্য তারা ছাপে, তবে কাফকার রচনার সঙ্গে মিল খুঁজে পায়। ১৯৩৮ -র ১৭ ই জানুয়ারী পারীতে পরাবাস্তব ছবির বড় প্রদর্শণী হল, সার্ত্র এর ..বিবমিষা.. অনের প্রশংসা পেল, Intimite বা অন্তরঙ্গতা এবং La Chamber ঘর পাঠকদের প্রশংসা পেল, লেখা হল একজন নেতার শৈশব নামে ছোটগল্প, তিনখণ্ডের উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি চলতে লাগল। ১৯৩৯ সেপ্টেম্বরে যখন হিটলার পোলাণ্ড আত্রমণ করেছেন, জার্মানী ও সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যে অনাত্রমণ চুক্তি হয়েছে, সাত্র ভাবছেন স্ট্যালিন হিটলারকে ইউরোপ গ্রাস করার স্বাধীনতা দিচ্ছে, সোভিয়েত রাশিয়া সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হচ্ছে, সেই সময়ই লেখা চলছে মুক্তির পথ, যাতে জার্মান - সোভিয়েতমৈত্রীর পরিপ্রেক্ষিতে ব্রুনেট বিরক্তি প্রকাশ করছে, ম্যাথিউর কাছে যাচ্ছে উপদেশ দিতে, (৩য় খণ্ড), যদিও একসময় ব্রুনেট ম্যাথিউকে বলেছিল কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে। (১ম খণ্ড) সে সময় ফ্রান্সে বহু কমিউনিস্ট গ্রেপ্তার হচ্ছে, কমিউনিস্ট সংবাদ পত্র নিষিদ্ধ হচ্ছে। সার্ত্র ভাবছিলেন ফ্যাসিবাদ ধবংস হলে পৃথিবীতে সমাজতন্ত্র আসবে। ১৯৪০ -এ জুন সার্ত্র বন্দী হন জার্মান সেনাদের হাতে। ১৯৪১ -এর গোড়ায় চোখের রোগের জন্য মুক্তি। বন্দী শিবিরে থাকার

সময় নাৎসী মনোভাবের বিদ্ধে ঐক্য ও প্রতিবাদী আন্দোলনমুখিতা। বন্দীত্বের সময়ই ত্রয়ী উপন্যাস এর প্রথম খণ্ড রচনার সূচনা, যুদ্ধান্তে এর (দি এজ অফ রিজন) প্রকাশ। ১৯৩৯ এর মধ্যেই দি ডায়ারি অফ আঁতোয়া রোকেত এবং ইনটিমেসি এই দুটি বই মারফৎ যথেষ্ট খ্যতি অর্জিত হয়। এই বছর জুলাই মাসে ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক -এরলা ফিঁ দ্য লা নই বইটির তীব্র সমালোচনা (নুভ্যে রভ্যু ফ্রাঁসে - পত্রিকায়) করে সার্ত্র বললেন উপন্যাসের লেখক উপন্যাসের পাত্র পাত্রীদের থেকে তাদের সম্বন্ধে বেশী জানবে না, বলবে না। আবার ঘটনার যুদ্ধ পরম্পরার থেকে গাবাঁচিয়ে নিরাপদ স্বপ্নে মশগুল থাকবে ন া ঔপন্যাসিক। যিনি ইতিহাসের চলিষ্ণুতার বাইরে, যিনি বস্তুনিষ্ঠ তিনি যেনপৃথিবী ও তার ঘটনা পরম্পরার ব্যাখ্যাতা না হন। সাম্প্রতিক ঘটনার অভিঘাত থেকে মুক্ত হয়ে সুখী সুখী উপন্যাস লেখা তার অনুচিত, বরং এমন টেকনিক গ্রহণ করা দরকার যাতে ঔপন্যাসিক ও তাঁর চরিত্র সবাই উন্মোচিত হয়। ফকনারের দি সাউণ্ড দি ফিউরি আলোচনা করতে গিয়ে স ার্ত্র লিখলেন--- The technique of a Novelist always implies a metaphysic. সার্ত্র যেখানে তিনি আমেরিকার ঔপন্যাসিক জন জস প্যাসোস এর অবলম্বিত কৌশল ব্যবহার করলেন ১৯৩৮ এর মিউনিখ সংকটের অভিঘাত ইউরে াপের নানা চরিত্রে কিভাবে ছাপ ফেলল সে বিষয়ে। এ দুটি খণ্ডেসার্ত্র -এর উপন্যাস সম্পর্কে তৎকালীন ঘোষিত নীতির প্রকাশ। দি এজ অফ রিজন -এ সার্ত্র গল্প বলেছেন যতটা সম্ভব প্রতিটি ব্যক্তি চরিত্রের দৃষ্টিকোণ থেকে আর ন্যারেশনে নাক গলাচেছন না। ২য় খণ্ডে ব্যক্তিক মোটিফগুলো ডুবে যাচ্ছে ব্বি ঘটনাবলীর তোড়ে। ৩য় খণ্ডে ব্যক্তিক ও বৈশ্বিক ঘটনা সমাহার এবং ব্যক্তিক মোটিফগুলিকে পরীক্ষা- নিরীক্ষায় রাখা হল। পাঠক নিশ্চয়ই লক্ষ্য করবেন ৩য় খণ্ড প্রকাশ পায় চার বছর ব্যবধানে এবং ৪র্থ খণ্ডের কিছুটাপ্রকাশ পায় ওই ১৯৪৯ সালেই এবং পরে আর সম্পূর্ণ করা হয় নি। ১ম খণ্ডের ঘটনা পরিমণ্ডল ১৯৩৮ -এর, ২য়খণ্ডের মিউনিখ সংকটকালে এবং ৩য় খণ্ডের ফ্রান্সের পতনের কালে। তিনটি খণ্ডেই আছে একই চরিত্র বেশ কয়েকটি। যদিও এই চারটি বা সাড়ে চারটি উপন্যাস তাঁদের অনন্য কলাকৌশলের জন্য বহু প্রশংসিত হয়েছে, বিশেষতঃ ইউরোপে, তথাপি কেউ কেউ নিন্দেমন্দও করেছেন। যাঁরা সার্ত্রর সমগ্র জীবন ও কর্মকে এককে জানেন না তাঁরা, তাঁদের কেউ কেউ তাঁকে নীতিজ্ঞান বহির্ভূত এবং নৈরাশ্য প্রচারক বলে থাকেন। কিন্তু কারো কারো মত ভালো করে পড়লে তাঁরা দেখতেন নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় তিনি কোনো বড় লেখকদের থেকে কম যান না। থঙ্সন্দ্বন্ধ ন্সন্দ্বন্দ্রপ্সন্দ্বস্তু, ডেনমার্কের এক প্রটেস্টান্ট আলোচক বলেন সার্ত্রে আমাদের প্রজন্মের সবচেয়ে তীব্র সদর্থক মানবতাবাদী, আর অনেক আলোচকই তাঁর নাট্য প্রতিভায় নতমস্তক। এদের মতে, সার্ত্র ব্যর্থ উপন্যাস প্রয়াসে। কিন্তু গুন্দ্রন্দ্বজন ত্নন্দ্বস্তুজন্দ্ব জোর দিয়ে বলেন ১৯৩৫ থেকে ১৯৫৫ এই কাল পর্যায়ে লা নস্যে এবং লি শেম্যা দ লা লিবের্তে ইউরোপীয় কথাসাহিত্যে নিঃসন্দেহে বিশিষ্ট। (The contemporary French Novel) ।

সার্ত্র -এর উপন্যাসের গল্প সংক্ষেপে বলা কঠিন। তুবও চেষ্টা করা যাক। (তার আগে বলে নিই বিবমিষা উপন্যাসটির প্রথম নাম ছিল Melancholie. আবার আঁতোয়াঁ রোকেতাঁর ডায়েরী এ নামেও পাওয়া যায়) যেন রোকেতঁর মৃত্যুর পর এই দিনলিপি পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিক বোকেতঁ মধ্য ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা দূর প্রাচ্য ভ্রমণ করে (১৯৩২-র জানুয় ারী থেকে) বোভিল-এ বাস করছেন, যেখানে থেকে তিনি মার্কুইস দ্য রোলেঁর বিষয়ে গবেষণা সম্পূর্ণ করছেন। ডায়েরী শুর ১৯৩২ এর ২৯ শে জানুয়ারী থেকে। এরপর থেকে শুধু দিন ও সময়ের উল্লেখ থাকে। (বোভিলল্য হাভর -এর মতই, যেখানে সার্ত্র দর্শন পড়াতেন) এ উপন্যাসে আছে রোকেতঁর বিবমিষাময় অভিজ্ঞতা। (এই বিবমিষা ত্রয়ী উপন্যাসেও) ত্রিশ বছর বয়সী রোকেতঁ আর আছে তার পারীবাসী বান্ধবী অ্যানি। রোকেতঁ, মার্কইস দ্য রোলেবঁ, যিনি আদতে বোভিল-এর বাসিন্দা, ১৭৮৯ এ নির্বাসিত, রাশিয়া ঘুরেছে, জারের গুপ্তচর হয়েছে, যে স্মাগলার, গুপ্তচর, ঘাতক, যাকে অষ্টাদশ লুই ব্বিাসভঙ্গের জন্য কারাবাসী করেছে. রোকেতঁ টাউন লাইব্রেরীতে কাজ করতে গিয়ে আলাপিত হয় বেলিকের কেরানী অগিয়ের -এর সঙ্গে, যে লোকটা বর্ণানুক্রমিকভাবে বই ঘাঁটে। মার্কইস - সন্ধান - বিরক্তির, বরং উপন্যাস লিখলে ভাল এমনভাবে রোকতঁ। মাঝে মাঝে তার বমি পায়। একটা কাফেতে সে যায়, মালিকানির সঙ্গে ইচ্ছে হলে বিছানায় চলে যায়। যৌন চরিতার্থতার অভাবে বমিবোধ, পরিবেশনকারীর নীল শার্ট আর চকলেট রঙা দেওয়াল দেখে বমিবোধ। তার এই লক্ষ্যহীন একঘেয়ে অস্তিত্ব তাকে গ্ন করে, একমাত্র শূন্য তাই শুদ্ধতা আর সে নিজে আর চারপাশের সবকিছুই অ্যাবসার্ড, অনিশ্চিত, অগভীর। অস্তিত্বের কোনোযৌক্তিক যাথার্থ্য নেই, আর বোভিভল এর মানুষ যারা জীবন যাথার্থ্যের প্রচারক, ত ারা তার কাছে সালাউদ (অর্থাৎ নোংরা মানুষ, দুর্গন্ধ বিস্তারী, বেজন্মা) পার্ক, শহর, সে নিজে সবই ভিত্তিহীন। কিন্তু লে

াকে তা গোপন রাখতে চায়। রোকেত ঃ তার বিবমিষার কারণ বুঝতে পারেষ কমিক স্যাটায়ারে লেখক তুলে ধরেন অটো ডাইড্যাক্টকে, টাউন মহাত্মাদের ব্রোঞ্জ স্ট্যাচু, এক স্কুল ইনস্পেক্টর ইমপেত্রাজ, বোভিল, ভদ্দরলোকদের রবিবার -এর পেরামবুলেটর নিয়ে বেড়ানো, যাদুঘর দর্শন, তার স্বপ্নও পরিহাস্য। ত্রমবর্ধমান রুক্ষতা ও ঔদ্ধত্য নিয়ে সে প্রথা লঙঘন করে, তাকে লোকে বুঝতে পারে না। স্বশিক্ষিত অগিয়েরকে দীর্ঘ কথোপকথনে টিকে থাকা অর্থহীন জানালে সে লোকটা জীবন কি অতিবাহনযোগ্য নামে একটি বইয়ের কথা তোলে। বামপন্থী মানবতাবাদীরা মানব মূল্য বাঁচাতে চায় একথায় ত ার অবজ্ঞা, কার জন্য লিখতে অনুরোধ করলে সে ক্ষেপে যায়। প্রিয়তাযোগ্য লোকের গপ্প শুনে তার বমি আসে। এই যে আত্ম ও ঋি অস্তিত্ব সম্বন্ধেঅনাস্থায় সে ভয় পেয়ে রেস্তোরাঁ ছেড়ে পালায়। যে একটা কাঁকড়া সব কিছু মানুষ ছেড়ে পিছু হঠছে। তখন বস্তু ও নাম যায় বিচ্ছিন্ন হয়ে, শব্দ হয়ে ওঠে অকেজো ও হাস্যকর। রোকেতঁ পার্কে গিয়ে বোঝে তার জীবনও বমি পাবার উপযুক্ত, একটা চেষ্টনাট গাছ বিষয়ে ধ্যান করতে গিয়ে সে অস্তিত্বের শূন্যতা অনুভব করে, লেখা, শিকড়, ব্যত্তি, নুড়ি, পতঙ্গ শূক সবই অ্যাবসার্ড মনে হয়। এই টন টন অস্তিত্বের আঠা থেকে মুক্তি পাবার ইচেছয় সে বইটি লেখা বন্ধ করে পারী ফিরে যায়, অ্যানীর সঙ্গে দেখা হয়, সে বিদ্রূপ হাসি হাসে। অভিনেত্রী অ্যানি বোঝায় রাজা সাজা, মৃত পিত ার দিকে তাকানো, প্রেম করা---এ সবের মানে সে কি বোঝে। তার মনে হয় সুযোগ পাওয়া পরিস্থিতি বদলানোর চেষ্টা করা উচিত উপযুক্ত সময়েই। কিন্তু অ্যানি -ও মোহমুক্ত হয়, সেও বোঝে মূর্তি বা ছবি তার কাজে আসবে না, তবে বমি রে াধ করার জন্যই মাত্র। অভিনেত্রী হিসেবে সে দেখেছে উপযুক্ত সময়,তবে তা অন্যের বিনোদনের জন্য। সে আর একটা লে াকের সঙ্গে ইংল্যান্ড যাত্রা করে। রোকেতঁ বোভিল-এ ফিরে আসে, শহরভীত অথচ পরিত্যাগে অনিচছুক। এখন সে মুক্তির অনুভবে ভরপুর। অ্যানি তার সমস্তআশা আত্মসাৎ করেছে, এখন সে একা ও মুক্ত, যে স্বাধীনতা মৃত্যুর সমান। অন্যদিকে সালাউদ-দের কাছে স্থির নিয়মবিহিত, তার কাছেপরিবর্তনশীল। বোভিল -এ তার শেষ দিনে রোকেতঁ গ্রন্থাগারে যায় স্ব শিক্ষিত লোকটির দেখা মেলে, সে দুটো ছেলের দিকে করমর্দনের জন্য হাত বাড়ায়। কিন্তু কর্সিকান গ্রন্থাগারিক তাকে গ ালাগালি দেন ঘুষি মারেন কারণ লোকটা সমকামী, নাক দিয়ে তার রক্ত পড়তে থাকে। রোকেতঁ গ্রন্থাগারিককে জাপটে ধরে, ভাবতে থাকে তার সম্বিৎ হয়ে উঠছে গভীরতাহীন। কাঁদতে কাঁদতে, রক্ত ঝরাতে ঝরাতে হিংস্র এ শহরের রাস্তা দিয়ে সে হেঁটে চলে। সে পারী গিয়েকি করবে, নিজের প্রতি কশা হয়। পরিচিত কাফেতে আসে, বমির বোধ আসে শয্যাসঙ্গিনীর কথা ভেবে। অতীত, ভবিষ্যৎ ফিরে না পাবার এক গানের সুরে বিচলিত রোকেতঁ নিজের ও গানটি রচয়িতার কথা ভাবতে থাকে। তাহলে কি হবে অস্তিত্বের। যে বই সে লিখতে পারে তাতে বলবে অস্তিত্বের লজ্জারই কথা। সে তো পারবে না অস্তিত্বকে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে। আর পাঠক অনুভব করবে এ অনুভবের মূল্য। রোকেতঁ স্বপ্ন দেখে বুভিইতে বৃষ্টি ন ামবে।

লা নোজে-কে আলোচকরা বিশিষ্ট উপন্যাস আবার কমিক উপন্যাস বলেছেন। কল্পনাপ্রধান বা দর্শনমনস্ক দুটোই বলা চলে। একটা কালের সংবেদনশীল যুব-বিদ্রোহী মানসিকতার প্রতিফলন রোকেতেঁর মধ্যে। উপন্যাসটিকে যদি দর্শন প্রধানর ূপে গণ্য করি তাহলে বলতে হবে ঔপন্যাসিক হুসের্ল দ্বারা আলোড়িত। হুসের্ল মনে করতেন মন চায় বস্তুকে নিরীক্ষণ করতে তা সে যে বস্তুই হোক। কিন্তু রোকেতঁ মনে করে আত্ম সম্বিৎ একটা কৌশল মাত্র। একটি চেস্টনাট গাছের শিকড় স ম্পর্কে ভাবতে গিয়ে এই চরিত্রটি ভাবত ব্যত্তিসত্তা, মানবসত্তা সবই ভিত্তিহীন। তাই আসে বমি বমি ভাব। উপন্যাসটি অ াত্মের যে সুযোগ প্রাপ্ত মর্যাদা তাকে নস্যাৎ করে দেয়। আর এক সমালোচক বলেন, এ উপন্যাসটি-চিন্তন ও দেখা--এই দুইয়ের সনাতনী যোগকে বাতিল করে। রোকেতঁ প্রায়ই ভাবে কোনো কিছু স্পর্শ করা মানে একটা সত্রিয়তা, যাতে বস্তু অ ার স্পর্শককে একটি দৃঢ় প্রতিরোধী ভার জানান দিয়ে দেয়। ইতিহাস রচনা সে ত্যাগ করে যখন সে অনুভব করে অতীতের পিছনে, যেন এক কালে, কিচছু নেই। তবে মানুষ বেশী ভবিষ্যমুখী। মানুষ একটা ভ্রান্ত স্থায়িত্বে (যেমন, সালাউদ) বিশ্রাম নিতে পারে অথবা চূড়ান্ত স্বাধীনতা প্রয়োগ করতে পারে। সার্ত্র উপন্যাসে সনাতন ভাবে চরিত্রের কাজকর্মের যে ব্যাখ্যা থ াকে তাতে আস্থাহীন। এদিক থেকে কেউ উপন্যাসটিকে অ্যান্টি নভেল ও বলতে পারে। কিন্তু সার্ত্র চরিত্র ব্যাখ্যানে অনাস্থা ঘোষণা করলেও যেহেতু একটা গল্প বলে ফেলেন তাই চরিত্রও সৃজিত হয়ে যায়। লেখক দেখিয়েছেন রোকেতঁর অভীপ্সার প্রপঞ্চ চেতন কাঠামো। তবু এ উপন্যাস এক দার্শনিকের উপন্যাসিক হবার উপন্যাস নয়। সার্ত্র একজায়গায় বলেছেন রে াকেতঁ তিনি নিজেই, বোভিল আর ল হাভর এর মিল আছে, দুজনের কল্পনারও মিল। তবু যথেষ্ট সহৃদয়তা নিয়ে একটি

নির্মাণের (আত্ম বিবরণ থেকে বেরিয়ে এসে) প্রয়াস আছে যে লেখক চরিত্র থেকে ভিন্ন। দেখা যাচ্ছে ডায়েরির এলোমেলো মি সত্ত্বেও এখানে স্পষ্ট একটি গল্প আছে। আছে স্পষ্টরেখা কয়েকটি চরিত্র। রোকেতঁ যে রোলেরঁ নামক ইউরোপীয় র াজনীতিকের জীবনী লিখতে অদ্ভুত মনোকষ্টে পুড়ে--যা মিষ্টি অসুখএক। এর থেকে পরিত্রাণ পেতেই নানালোকের সঙ্গে অ ালাপ। একসময় জীবনী লেখা ছেড়ে হতাশায় সে পাত্রী যায়, আশা করে একটা উপন্যাস লিখবে, বোঝে জীবনের এ সঙ্কট কাটবার নয়। আর একটি চরিত্র ওগিয়ের যার সঙ্গে রোকেতঁ অকারণে গল্প করেছে নিঃসঙ্গতা ও হতাশা কাটাতে। সমক ামী বলেই তাকে বলপ্রয়োগ করে গ্রন্থাগার থেকে বার করে দেওয়া হয়। অ্যানি এক ইংরেজ মেয়ে যাকে রোকেতঁ প ারীতেই চিনত জীবনী লিখতে আসারআগে লোকটার সঙ্গে পারী পালায়। আর এক মেয়ে চরিত্র ফ্রাঁসোয়া যে কাফেরমা লিকানি, মাঝে মাঝে রোকেতঁর সঙ্গে বিছানায় যায়। হতাশা কাটাতে রোকেতঁ তার কাছে গেলে দেখে ফ্রাঁসোয়া সঙ্গ দেব ার সময় নেই। রোকেতঁর ডায়েরী শু হয় সমুদ্রতীরে নুড়ি কুড়িয়ে জলে ছোঁড়ার ব্যর্থতায়, তারপর গ্রন্থগারে একটুকরো ক াগজ কুড়িয়ে নেবার ব্যর্থতায়। বস্তু, হঠাৎই যেন তার কাছে সপ্রাণ, পশুবৎ হয়ে ওঠে। অতীত তার কাছে আসে স ম্পর্কচ্যুত কয়েকটি ইমেজ রূপেই মাত্র। নিজের অস্তিত্ব নিরর্থক, বমনযোগ্য থেকে বি দুনিয়ার অস্তিত্ব নিরর্থক প্রতিপন্ন হয়। মনে হয় মানুষের ভাগ্য পরিণতি, সুদিন এসব আর আসবে না কোনোদিন। এ উপন্যাসে একটি গানের ভূমিকাএই সূত্রে ত াৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। একে নিগ্রো মেয়ের গান--- Some of these days বেজে ওঠে কাফেতে, শেষেও বোভিল ত্যাগের পূর্বে এ গান আবার আসে। রোকেতঁ একদা ছিল চনমনে, কিন্তুকি ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপনে, কি রাজনৈতিক সক্রিয়তায়, অথবা সামাজিক কাজে যে মুক্তির স্বাদ পায় নি। শুধু বিফলতা। হয়ত তাই আতোয়াঁ রোকেতঁর ডায়েরি-র শুতে ছিল সেলিন -এর এই উক্তি---He is a man without collective importance, who just manages to be an individual. ব্যক্তি ও মানবজীবন সম্পর্কে এই বীতশ্রদ্ধ মনোভাব সার্ত্রর বহু রচনায় মিলবে। রোকেতঁ বার বারবালজাক -এর ইউজেনি গ্রাঁদে পড়বার চেষ্টা করছে, এখানে তথাকথিত বাস্তববাদী সাহিত্যের জীবন পর্যবেক্ষণ নিয়ে সার্ত্রর ঠাট্টা অ াছে। কারণ তাঁর মতে সত্য অভিজ্ঞতা আকারহীন, অননুধাবিত আর বাস্তববাদী সাহিত্যের বাস্তব একটা মিথ্যা বই কিছু নয়। স্বশিক্ষিত ব্যক্তি-র মানবতা বোধ ও ঠাট্টার বিষয় হয়েছে। কাফকা সুলভ কিছু ব্যবহার আছেএ উপন্যাসে। যেমন-- ম ানুষের জিভ সহসা বহুপদী বিছে বা কেন্নোয় পরিণত হচেছ, তা পা বাড়াচেছ, প্যালেট আঁচড়াচেছ, কিংবা মা তার বাচচার মুখে তৃতীয় নয়ন দেখছে, কিংবা রোকেতঁ মনে করছে সে একটা কাঁকড়া হয়ে ভয় দেখাচ্ছে সহৃদয় মানবতাবাদীদের, যারা তার বক্তব্য মুহূর্তেই বাতিল করে। বাস্তব বর্ণনাতেওতিনি ফুটিয়ে তুলতে চান সাধারণ মানুষের সন্তোষহীন মনোভাব। যেমন-- রবিবারের বিকেল, সিনেমা হলের সামনে ভিড়---লাইনে দাঁড়িয়ে শত খানেকের বেশী লোক, সবুজ দেওয়াল ব ারবার। লোকগুলো আগ্রহে অপেক্ষা করছে কোমল অন্ধকারের জন্য, যেখানে তার নিজেদের যেতে দেবে, আরাম করবে, সেই সব মর্তে যখন সিনেমারপর্দা, জলের নীচে দ্যুতি ছড়ানো সাদা নুড়ির মতো, তাদের জন্য কথা বলবে, স্বপ্ন বুঝবে। কিন্তু বৃথা অভিলাষ, ওদের ভেতরকার কিছু ব্যাপার দুশ্চিন্তানিয়ে জেগে থাকবে, ওরা এতো ভীতু যে কেউ বুঝি এমন সুন্দর রবিবারটা দেবে নষ্ট করে। পাঠক লক্ষ্য করবেন বিবমিষার বহু জায়গায় কুশ্রী প্রাণী চিত্রকল্প বহুব্যবহৃত। যেমন --ক) আমার হাতের মধ্যে একটা সাদা পোকার মত তার হাত। (খ) আমি বোধ হয় তার থেকে অনেক বেশী তাকিয়েছি। (আয়ন ায়) যা দেখতে তা বাঁদরের থেকে খারাপ,প্রায় শাক সবজীর জগতের মত কিছু, জেলী ফিসের স্তরে, এটা জ্যান্ত। (গ) কমবয়েসী লোকটার হাত ছায়া থেকেউঠল, এক মুহূর্ত বেঁকে গেল, সাদা মন্থর, তারপর হঠাৎ বাজপাখীর মত নেমে এল। (ঘ) কেউ ওটা (তাস) শেষে তুলে নিয়ে কুকুরমুখো লোকটাকে দেয়। (ঙ) সে দুটো বই নিয়ে এসে টেবিলের ওপর রাখে, তাকে কুকুর হাড় পেলে যেমন দেখায় সেই রকম দেখাচ্ছে। এই প্রাণী উপমান ত্রয়ী উপন্যাস ও বিস্তর। বমি-র কথাও বিস্তর।

Les Chemins de Le Liberte বা স্বাধীনতার পথে পথে নামক তিখনণ্ডের অস্বীকার করে। এই আত্ম সঙঘটনের কথাটি (Being and Nothingness নামের দার্শনিক প্রবন্ধের বইটিতে) মানব চেতনার বৈশিষ্ট্য বলে লেখক গণ্য করেন, যা লা নোসেউপন্যাসে ধৃত হয়। মানব প্রকল্পের শূন্যতাই ধৃত হয়েছিল এই উপন্যাসে বিমূর্ত্ততায়, কিন্তু এই ত্রয়ী উপন্যাস মূর্ত্তি করে দেখানো হল বিভিন্ন মানুষ কিভাবে তা পেতে চেষ্টা করে, অনুভব করে। সার্ত্র এ উপন্যাসে সম্বিৎ -এর তিনটি ধরণ অ ানেন--অকার্যকারী বুদ্ধিজীবী (মাথ্যু), বিকারগ্রস্থ (ড্যানিয়েল) এবং কম্যুনিস্ট(ব্রুনেট) ---আর আনা হয় বেশ কিছু গৌণ

চরিত্র বিশ্লেষণের সহায়ক হিসেবে। ১ম খণ্ডে অর্থাৎ দি এজ অফ রিজন -এ শুতেই আছে ম্যাথু দেলা, পারী লিসের এক দর্শনের শিক্ষক, তার প্রেমিকা মার্সেল দুফে, যে সন্তান সম্ভবা। ম্যাথু তাকে বিয়ে করতে চায় না স্বাধীনতা বিসর্জিত হবে এই ভয়ে, সাত বছর সম্পর্কের পর তার মধ্যে মেয়েদের প্রতি আর ভালোবাসা নেই। গর্ভপাতের টাকা জোগাড়ের দুশ্চিন্তা তার ম্যাথুর বন্ধু গোমেজ এর বউ সারা এক মাতালনোংরা বুড়িকে এনেছিল কিন্তু ম্যাথু তাকে কাজে লাগাতে চায় না। অগত্যা এক ইহুদি ডাক্তার কিন্তু চার হাজার ফ্রাঙ্ক মজুরী। ম্যাথু কপর্দক শূন্য, আর এই খণ্ডে দু-দিনের মধ্যে এই অর্থ যোগাড়ে নানা চেষ্টা। তার বন্ধু ড্যানিয়েল ও তার ভাই জ্যাক টাকা থাকলেও ম্যাথুকে ধার দিতে চায় না। জ্যাক কোনদিনই ম্যাথুর দায়িত্বহীন বোহেমিয়ান জীবন পছন্দ করে না। সে সফল আইনজীবী ও বিবাহিত। ম্যাথু ভয় পায় পুলিশ জানলে তার শিক্ষকতার ক্ষতি হবে। ড্যানিয়েল সমকামী, আত্ম প্রবণতায় লজ্জিত। বিড়ালদের নদীর জলে নিক্ষেপ করার কালে ম্যাথুর সঙ্গে হঠাৎ দেখা। ম্যাথু আবার প্রাক্তন ছাত্র বোরিস -এর বোন ইভিচ, এক রাশিয়ান মেয়ে, তাতে আকৃষ্ট। স্বাধীন কাজ, স্বাধীনতা ত্যাগ, মার্সেলকে বিয়ে মানে ইভিচকে ত্যাগ। বোরিস আবার আকৃষ্ট নাইট ক্লাবের গায়িকা লোলা মোনতেরোর প্রতি। সে একটা অপশব্দের অভিধান দোকান থেকে চুরির সুযোগ খোঁজে। ম্যাথু যখন নাইট ক্লাবে ইভিচের সঙ্গে শেষ পয়সা ব্যয় করে শ্যাম্পেন খাচ্ছে, ছুরি দিয়ে হাত ক্ষতবিক্ষত করে (বিবমিষাতেও) গতানুগতিকতা মুক্ত সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পরিচয় দিচ্ছে ড্যানিয়েল তখন মার্সেলকে বোঝায় ম্যাথুকে বিয়ে করতে রাজী করানো হবে। মার্সেল বাচ্চাটা মারতে চায় না। ম্যাথুর জন্য টাকা ধার নিয়ে বোরিস ও লোলার ঝগড়া, ঘুমের ওষুধ খেয়ে লোলার আত্মহত্যার চেষ্টা। লোলার ঘর থেকে বোরিসের প্রেমপত্র ও টাকা চুরির চেষ্টা ম্যাথুর। ম্যাথু ইভিচের ছাড়াছাড়ি, ড্যানিয়েলের আত্মনিগ্রহ, ম্যাথুর ইভিচ বিরহ, ম্যাথুকে নীতিপ্রবণ করে, সে জীবন বিফলতা বোঝে সে পৌঁছে যায় যুক্তি অশ্রিত কালে। অন্ততঃ সে তাই বলে।

এই প্রথম খণ্ড অর্থাৎ দি এজ অফ রিজন একজন পাঠক উপন্যাসে যা দাবী করে তা যোগান দেয়। অর্থাৎ এ খণ্ডটি একটি স্পষ্ট গল্প বলে আর অদ্ভুত কিছু চরিত্রের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। এইটা প্রমাণ করে উপন্যাসের কাহিনীগত সংহতি নির্মাণে এবং তাকে আকর্ষণীয় করে তোলায় তিনি পারদর্শী হয়ে উঠেছেন যথেষ্টই। খণ্ডটির উপসংহার কিঞ্চিৎ মেলোড্রামাটিক বলে মনে হলেও বিমূর্ত তত্তভায়ন ন্যারেশনের কণ্ঠরোধ করেনি, যা দর্শন প্রধান উপন্যাসে থাকার আশঙ্কা থেকে যায়। কিন্তু তবুও গল্পসংহতির পাশে পাশে সার্ত্র তাঁর তত্ত্বায়নকে কে মুহূর্তও ভোলেন না। ১৯৪৫ এর অক্টোবর লে তাঁকা মেদের্নে পত্রিকার ১ম সংখ্যায় সাত্র বলেছিলেন প্রতিটি ব্যক্তিসত্তা ঘোরে ফেরে সংশ্লিষ্ট জগতে যে জগৎ শুধু তার কাছেই অদ্ভুত। ন্যারেশনের টেকনিক এবং প্লটের করণ - কৌশল এই বিচ্ছিন্নতা ও পরস্পরকে বোঝাপড়ার অভাবের ধারণাকে তুলে ধরে, প্রতিভাত হয় মানবিক সম্পর্ক ম্যাথু ও মার্সেল, বোরিস ও লোলা, ম্যাথু ও ইভিচ, ড্যানিয়েল ও বোরিস এদের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে -- এরা সকলেই অন্যরা কি ভাবছে তা বুঝতে পারে না। মার্সেল বাচ্চা চায়, ম্যাথু গর্ভপাতের চার হাজার ফ্রাঙ্কের জন্য ঘোরে, ড্যানিয়েলের দয়া সম্পর্কে মার্সেলের ব্যাখ্যার সঙ্গে ড্যানিয়েলের প্রকৃত অনুভব মেলে না, ম্যাথু বা লোলা কেউই ইভিচ বা বোরিসকে বুঝতে চায় না। উপন্যাসটির বিভাজন পদ্ধতি, মনে এক একটি ব্যক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প বলার ধরন থেকে বোঝা যাবে সার্ত্র উপন্যাস সম্পর্কে যেসব কথা বলছিলেন মোরিয়াক প্রসঙ্গে, সে সবই রূপায়িত করার চেষ্টা হচ্ছে। ১৯৩৯ এর জুলাইয়ে ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াকের লা ফিন দ্য লা নুই উপন্যাসটির আলোচনা করতে গিয়ে সার্ত্র বলেছিলেন ---চরিত্রগুলি তাদের নিজেদের সম্পর্কে যা জানাচ্ছে ঔপন্যাসিকের উচিত নয় তার ওপরে বাড়তি কিছু বলার চেষ্টা করা। মোরিয়াক লেখক সর্বজ্ঞের ভূমিকা নিয়েছিলেন এক্ষেত্রে। সার্ত্র আরও বলেন --- উপন্যাস গড়ে ওঠে কতগুলোসক্রিয়তা নিয়ে। ঔপন্যসিকের কোনো অধিকার নেই উপন্যাসে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে কোনো এক পাহাড়ি জায়গায় বসে আরাম করবার, যে ঘুযোযুষি ত্যাগ করে কোনো এক পাহাড়ি জায়গায় বসে আরাম করবার, যে ঘুযোঘুষি চলছে সে সম্পর্কে ওখানে বসে রায় দেবার কিংবা চরিত্রযুদ্ধের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে স্বপ্ন দেখবার। উপন্যাসের জগতে সুযোগ প্রাপ্ত পর্যবেক্ষকের কোনো বাড়তি সুযোগ নেই। সার্ত্র আর এক জায়গায় বলেছেন আট বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৭ -এ (সাহিত্য কি) পাঠক যখন উপন্যাসের কোনো চরিত্রের সঙ্গে একাত্মতার চেষ্টায় নামে মুক্ত ইচ্ছায় তখনই চরিত্রে প্রাণের সঞ্চার হয়। পাঠক যদি বুঝতে পারে চরিত্রগুলো পূর্বনির্ধারিত তাহলে তো সে আর প্রয়াসী হবে না। অতএবঔপন্যাসিকের উচিত চরিত্রগুলিকে সজীব করার জন্যই মুক্ত করে দেওয়া, এবং ন্যারেশনে বিন্দুমাত্র খবরদারির চেষ্টা না করা। দ্বিতীয় কথাটি হল, ইতিহাসের মধ্যে সচেতনভাবে না থেকে চতুস্পার্শ্বের পৃথিবী যা উপন্যাসে আধা

রিত তাকে বিচার করতে না যাওয়া। কারণ, ঔপন্যাসিক কখনই সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর অভিঘাত এড়িয়ে যেতে পারেন না। আবার ফকনারের দি সাউন্ড ফিউরি আলোচনা করতে গিয়ে সার্ত্র বলছেন ঔপন্যাসিকের টেকনিকে সর্বদাই থাকা উচিত ভেতরে ভেতরে একটা আধিবিদ্যক (Metaphysic) ঝোঁক -- আলোচকের কাজ হবে উপন্যাসের গঠন কৌশল আলোচনার আগে এই আধিবিদ্যকতার খোঁজ খবর নেওয়া। তাহলে তিনটে অভীপ্সিত ব্যাপার পাওয়া গেল---(ক) উপন্যাস চরিত্রের লেখক বিমুক্ত স্বাধীন বিচরণ, (খ) ঔপন্যাসিকের ইতিহাস চেতনার আবশ্যিকতা এবং (গ) কলাকৌশলের আগে অন্তর্নিহিত আধিবিদ্যকতার খোঁজ নেওয়া। আমরা দেখব এই প্রথম খণ্ডে অনেক জায়গাতেই তিনি সনাতনী উপন্যাস প্রক্রিয়ার মত লেখক সর্বজ্ঞের ভূমিকা পরিহার করছেন এবং কোনো ঘটনায় চরিত্রগুলিরপ্রতিক্রিয়া তুলে ধরছেন। মাত্র দুটি চরিত্র যেন উপন্যাস সংঘটন বৃত্তের বাইরে থেকে গেছে, অন্ততঃ এই খণ্ডে। ব্রুনেট, যে ম্যাথুকে তার নিষ্ফল স্বাধীনতাবোধ বর্জন করে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিতে বলে, যাকে পুরোপুরি ম্যাথুর দৃষ্টিকোণ থেকেই দেখানো হয়। দ্বিতীয় চরিত্রটি ড্যানিয়েল যার চিন্তাভাবনা ঠিক এ উপন্যাসের নয়, বরং বলা যায় সত্তা ও শূন্যতা নামক দার্শনিক বইটির সম্বিৎ তত্ত্বের প্রকাশ যাতে। ড্যানিয়েল চরিত্রায়ন মারফৎ লেখক তার প্রিয় কিছু চিন্তা ভাবনা আমদানি করতে চাইছেন যদিও ম্যাথু কেন্দ্রীয় চরিত্র এবং তার দার্শনিক সমস্যা লেখক সাত্রের নিজেরই। ১৯৪৬ -এ ফিগারো লিতেরেয়র পত্রিকার এক সাক্ষাৎকারে সার্ত্র জানান ম্যাথুর মতই তিনি ও আর একটি শিক্ষায়তনে পড়ান এবং চরিত্র সাদৃশ্য আলাদা করতে ইচ্ছুক। আর ম্যাথুর অস্তিত্ব চিন্তা বিবমিষার রোকেতঁর চিন্তারধারানুসারী, সার্ত্রেরও। ৩য় খণ্ডে এসে ম্যাথুর চিন্তা চেতনার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়। ফিলিপ থডি মন্তব্য করেছেন দি ডায়ারি অফ আতোয়াঁ রোকেতঁ অপেক্ষা .. দি এজ অফ রিজন.. এর আবেদন কম। এর কারণ সার্ত্রর উপন্যাস কেমন হওয়া উচিত এই তত্ত্ব নয়, বরং রূপকৌশলগত যোগ্যতা অর্থাৎ প্লট সাজানো, শারীরিক সংবেদন ও অস্বাভাবিক চরিত্র সৃজনে যোগ্যতা বা দক্ষতার নূন্যতা। (Sartre : A Literary and Political Study, Page 51)সার্ত্রর সব উপন্যাসে আছে সার্ত্রীয় দর্শন ও কৌশলের স্পর্শ, অপ্রয়োজনীয় অনুপুঙ্খ উপস্থাপনার ঝোঁক। অন্যদিকে মাঝে মাঝে আছে হিউমারাস ও আয়রনিক্যাল স্পর্শ। ২য় খণ্ড থেকে একটি উদাহরণ রাখা যাক। ফ্রাঁসোয়া হানেকিন এক ডাক্তার, যার নোংরা শরীর মাঝে মাঝে ধর্মসভায় যায়, যে যুদ্ধে যাচ্ছে, অথচ তার স্ত্রী সময়টা জানে না, জিনিসপত্র গুছিয়ে দিচ্ছে, খাবার দিচ্ছে, যেন কোনো অফিসিয়াল ট্যুরে যাচ্ছে। এই পোষাক, সেই পোষাক, এই বাক্স, পছন্দসই খাবার, পছন্দসই ছুরি এসব নিয়ে দাম্পত্য কথার উপস্থাপনা যথেষ্ট ব্যঙ্গময়। ণ্ণত্তপ্রক্কন্মপ্সব্দনব্ধনপ্স্ফ এর কৌশল আছে অনেক। কখনো ব্দনপ্পত্তপ্তক্কন্দ্বনব্ধন্ত একটা বাক্য, ধরা যাক শু হল আলজিয়ার্স-এ একজন ব্যক্তি প্রসঙ্গে, এবং হঠাৎই, পাঠককে চকিত করে বাক্যটি পারীতে থাকা কোন ব্যক্তি প্রসঙ্গে চলে যায়। হিটলারের বক্তৃতা হচ্ছে, এক হিটলারী সৈন্য থেকে যাচ্ছে ইহুদি নারীতে, থেকে ফিলিপের সংকল্পে, থেকে স্পেনে থাকা গোমেজ প্রসঙ্গে। একটা জায়গায় বর্ণনা দিতে দিতে জীবন সম্পর্কে মন্তব্য, তার থেকে ক্যাটালনিয়া ঃ সকল, এখানে সেখানে ফাঁকা জায়গা, অনুতাপ বিহীন জীবন, ক্যাটালনিয়ার মাটির ফাটলে বোমার গোলাকার ধোঁয়ার কুন্ডলী। (২য় খণ্ড) বস্তুতঃ ১ম খণ্ডের চরিত্রগুলি ঠিকমত জীবন্ত হয়ে বা মুক্ত হয়ে ওঠেনি। তারা যেন লেখক অভীপ্সিত ধ্যান ধারণার বাহক হয়ে পড়েছে। উপন্যাসটির মূল শিরোনাম স্মরণেরাখলে বলা যায় তারা যেন স্বাধীনতার পথে পা বাড়িয়েছে মাত্র।

২য খণ্ড ..দি ব্রিপ্রিভ.. একই বছরে প্রকাশিত হয়। এখানে সার্ত্র ১৯৩৮ -এ হিটলারের সঙ্গে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের নেতাদের অনাক্রমণের চুক্তির পটভূমিতে সপ্তাহখানেক সময়ে চরিত্রগুলির উপস্থিতি চেয়েছেন--আর চরিত্রগুলি নানা জগতের, পৃথিবীর নানা স্থানে। ব্যক্তিক সমস্যা পৃথিবীব্যাপী সংকটের অংশীভূত হয়ে গেছে। মিউনিখ সংকটের অভিঘাত চরিত্রগুলির ওপরে যে কৌশলটি তিনি বলেইছেন জন ডস প্যাসোস থেকে শেখা। এটি হল ব্দন্দ্বন্তড়ুনশুত্তন্দ্ব প্সন্দ্র ব্দনপ্পত্তপ্তক্কন্দ্বনব্ধন্ত'। এক সাক্ষাৎকারে সার্ত্র বলেন প্যাসোস থেকেই শেখেন কিভাবে নানা ও পরে পর জীবন যাপন ওচরিত্রের আনাগোনা, যারা সবাই গড়ে তোলে একটা ঐতিহাসিক কালপর্বের আবহ। ১ম খণ্ডের চরিত্রগুলি ২য় খণ্ডেআছে, এসে ভিড় করেছে আরও নানা চরিত্র। আমরা পাচ্ছি গ্রো লুই (এক মেষপালক), ফিলিপ (এক প্রশান্তমনা কবি), মিলান বিং ও জগরস্মিদ (সাধারণ চেক ও জার্মান), চার্লস (এক প্রতিবন্ধী), পিয়ের (এক কাপুষ) ---এরা গৌণ ভূমিকা পালন করে। এই খণ্ডে আছে প্যাসোস ব্যবহৃত 'ট্রপ্পন্দ্বক্ত্র ড্রন্তন্দ্ব' যাতে আসে অন্তর্গত স্বগতকথন অনামিত ব্যক্তির, যারা রাজনৈতিক ও সামাজিক ঘটনা পরস্পরা অভিজ্ঞতারঅন্তর্গত করে, এ সম্পর্কে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। একই সঙ্গে ক্যামেরা আই এবং ন্যারেশন দুটোই এক

সঙ্গে এল একই ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার জন্য। এর চমৎকার একটি উদাহরণ ২৬ শে সেপ্টেম্বর হিটলারের সান্ধ্য ভাষণ ও তার নানা প্রতিক্রিয়া। একজন হিটলারপন্থী সৈনিক, হিটলারকে হত্যাকামী এক ইহুদি নারী, ফিলিপ, গোমেজ ইত্যাদির মাধ্যমে। প্যাসোস এর মতই তিনি ইতিহাসের এক একটি ঘটনাকে নানাজনের দৃষ্টিতে দেখাতে চান। এই সব কৌশল দিয়ে বোঝানো হয় মানুষ পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে সার্ত্র নৈতিক বিচার রাখেন তাদের চরিত্রদের সম্পর্কে, এই সূত্রে তাঁর রাজনৈতিক অনুভবও ফুটে ওঠে। যেমন ধরা যাক --- জ্যাক ও ফিলিপ এই দুটি চরিত্র যাদের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে কোনো নৈতিক বা শারীরিক প্রতিরোধ সাহস নেই। এর বিপরীতে আছে চেক শ্রমিক মিলান হিকা যে তার বৌ ছেলের নিরাপত্তার কারণেই চুপচাপ থাকতে চায়। একই সময়ে লন্ডনে চেম্বারলেনের আগমন নিয়ে ডায়রিয়া আক্রান্ত প্রতিবন্ধী চার্লস-এর প্রতিক্রিয়া, সমুদ্রপীড়ার পর্যায় নিয়ে নানাস্তরের মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়। এখানে স্রেফ রাজনৈতিক কারণেই সার্ত্র কিছু লোককে অনুজ্জ্বল করে দেখান। উপন্যাসের ২য় খণ্ডের শেষদিকে ফিরে আসে ম্যাথু মার্সেল লোলা বোরিস প্রভৃতির গল্প। তার ফাঁকে ফাঁকে সার্ত্র-র দার্শনিক কথাবার্তা চরিত্রের কথায় ও আচরণে। ম্যাথু পারীতে ব্যারাকে ফিরে যাবার আগে রাত্রে শয্যায় কাটায় ইরিনের সঙ্গে, যে এক সাংবাদিকের সেক্রেটারী, যে স্থিতাবস্থাকামী ফিলিপের যুদ্ধবিরোধী মনোভাবকে প্রশ্রয় দেয়, যে তার পুরোনো সব ভুলবিসর্জন দিয়ে নতুন জীবন শু করতে আগ্রহী। আর ড্যানিয়েল জীবন বুদবুদে বিভ্রান্ত হয়ে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে ধর্মগোষ্ঠীতে যুক্ত হয়। কমিউনিস্ট ব্রুনেট যুদ্ধ চায়, যদিও বুর্জোয়া এবং বুদ্ধিজীবী জীবন বিসর্জন দিতে হবে বলে দ্বিধাগ্রস্ত। ইভিচ এবং বোরিস, চূড়ান্ত খারাপ অনিবার্য ভেবে যে সব সিদ্ধান্ত নেয় সেই খারাপ পরিমাণমত না আসায় মনে কষ্ট পায়। বোরিস তিন বছরের জন্য সৈন্যদলে নাম লিখিয়েছিল এবং ইভিচ আর পুষবন্ধুর সঙ্গে থাকবে বলে বাড়ি থেকে পালায়। তবে সার্ত্র দেখানো, কোনো চরিত্রই রাজনৈতিক সংকট এড়াতে পারে না। দেখা যাচ্ছে ১ম খণ্ডের তুলনায় ২য় খণ্ড বেশী জনপ্রিয় হলেও এর বিষয়ভাবনা এত জটিল যে সাহিত্যগত প্রকাশ ঠিক মত সুযোগ করে উঠতে পারে নি। একজন আলোচক বলেছেন এই ২য় খণ্ডে তিনি চেষ্টা করেছেন মানব ভাগ্যের পরস্পর নির্ভরতা দেখাতে, যার থেকে সম্ভবত হতে পারে ব্যক্তির স্বাধীনতার উদগম, যা প্রথমে শূন্য, পদার্থরিক্ত, ধীরে ধীরে যা বিকশিত হয়। ২য় খণ্ডের ঘটনাকাল ১ম খণ্ডের দুমাস পর, একটি সপ্তাহব্যাপী চাঞ্চল্য, মিউনিখ সিদ্ধান্ত যে চাঞ্চল্যের উৎস। কিন্তু এখানে কারণকৌশল কিঞ্চিৎ ভিন্ন। ১ম খণ্ডে ম্যাথু কোনো দায় নিতে নারাজ, তাই তার স্বাধীনতাবোধ বিকশিত হয় না। ২য় খণ্ডেলেখক যেন বলতে চান ম্যাথুকে বুঝতে হবে যে তার জীবন শুধু তার ওপরই নির্ভরশীল নয়, পরিস্থিতি ও এ ব্যাপারে গুত্বপূর্ণ চাপ তৈরি করে। ম্যাথু যতই চেষ্টা কক, যুদ্ধ অস্তিত্বকে এড়াতে পারে না। সুতরাং বলা যেতে পারে বড়ন্দ ত্মন্দব্মাব্জনন্দ্ধন্দ নব্দত্র্রব্দব্ধ ব্ধব্জব্রব্ধন্তু ব্দপ্তম্লাড়প্সন্ত ব্দস্মব্রন্দ্ধ প্সন্দ ব্ধড়ন্দ্ধন্তুন্দ ভ্রন্দব্দন্দপ্স ন্দ ভ্রড়নত্তুড় ব্ধড়ন্দ স্তুন্দব্দব্ধন্ত প্সন্দ্র ব্ধড়ন্দ ভ্রপ্সব্জপুস্তু ভ্ব্রব্দ ব্দড্রম্লান্দব্স্তু ত্ত্বব্রপ্সন্ধ্রব্জব্দ প্সন্দ্র ন্স্তুন্ল্নস্তুব্রপুব্দ. শুধু দালাদিয়ের, চেম্বারলেন, হিটলার নয়, যারা অপেক্ষমান, যারা সক্রিয় সবাই জড়িয়ে পড়ে। তাই বলা যায় এখানে ব্ধড়ন্দ ভ্রপ্সব্জপুস্তু ব্দনব্ধব্রব্রব্ধনপ্স নপ্পম্লাপ্সব্দন্দব্দ নব্ধব্দন্দপুন্দ্র প্স ন্দ্ব্রন্তুড় ন্স্তুন্ল্নস্তুব্রপু ন্তুপ্সব্দন্তুনপ্সব্রব্ধন্দব্দব্দ, ছন্নন্দ্ধ্র ত্ম্রব্রপু ত্ত্রব্জব্ধব্জন্দ জ্ঞ ত্নড়নপুপ্সব্দপ্সম্লাড়ন্দব্জ ভ্রনব্ধড়প্সব্রব্ধ ঠ্রনব্ধড়, ব্জন্দন্দ ত্ত্রব্জনপুপু)টপুন্দ্ধ্রব্জন্দব্দ, ম্লাব্ধ ১৫০) একই ঘটনার নানামুখী প্রতিক্রিয়া বোঝাতে সার্ত্র এখানে এক কৌশলের আশ্রয় নেন। একই বাক্য শু হয় আলজিরিয়ায় থাকা এক ব্যক্তির কথা দিয়ে, সহসা তা চলে যায় পারীর এক ব্যক্তি প্রসঙ্গে। সার্ত্র দেখান চেম্বারলেনমুখ খুলছেন, তারপরই পর পংক্তিতে আসে ঘটনা পরস্পরা, তখন চেমবারলেন ছেড়ে কয়েকশ মাইল দূরের এক লোকের কথা। যুদ্ধ কি ভাবে ব্যক্তি জীবনে, সবার জীবনে অভিঘাত আনে তা সার্ত্র বৈপরীত্য সমাবেশে তুলে ধরেন--ম্যাথু খাচ্ছিল, মার্সেল খাচ্ছিল, ড্যানিয়েল খাচ্ছিল, বোরিস খাচ্ছিল, তাদের ক্ষণস্থায়ী মন ছোট্ট ছোট্ট চটচটে ইচেছতে উপচে পড়ে, এক সময় তা ইস্পাতময়, যা পিয়ের ভয় খায়, যা বোরিস গ্রহণ করে, যা ড্যানিলে পেতে চায়---এই সেই ঋজু লোকদের মহাযুদ্ধ, সাদাদের বোকামি ভরা যুদ্ধ। একসময় তা ফেটে পড়ে মিলানের ঘরের ভেতর, প্রতিটি জানলায় জানান দিয়ে যা, চলকে পড়ে গর্জনে জগরস্মিথদের ওপর, সদর্পে তা চলে মারাকেচের মাঠ পার দিয়ে,খেপিয়ে তোলে সমুদ্রকে, রয়ালের কাছাকাছি অট্টালিকা ভেঙে চুরে ফেলে, মরিসের নাকে এসে তাকে তণী কুকুরী ও টকে যাওয়া দুধের গন্ধঃ মাঠে মাঠে আস্তাবলে, খামারের পিছল দিকে, তা তো ছিল না, তা হোটেল ড্রিসেনের খিলান থেকে খিলানে ছড়িয়ে পড়ে। বুড়োটা মুখ ভ্যাংচায় আর একঘেঁয়ে স্বরে বলে ওঠে--ঠিক আছে, আপনি যদি চান তাহলে স্মারকলিপির পয়েন্টগুলো একের পর এক আলোচনা করব। তাই যুদ্ধ

বিশেষতঃ কোনো ব্যক্তিবিশেষ দ্বারা শু না হলেও জড়িয়ে পড়ে সববাই। ম্যাথু তো মুক্ত ছিল। কিন্তু সেও জড়িয়ে পড়ে, ব্যক্তিক স্বধীনতা, তুচ্ছতা, বোঝাপড়ার অভাব সব কিছুই বাইরের ব্যাপারে প্রভাবিত হয়। এই ছবি থেকে বোঝা চলে, এমনকি মুক্ত ব্যক্তিও পৃথিবীব্যাপী সংঘটনের সব কিছুর মধ্যে লক্ষ্যবস্তু হয়ে ওঠে। আঁরি পেয়র বলেছেন সার্ত্রর কথাসাহিত্য মৌলিক নানা কারণে। প্রথমতঃ, ভাষার দক্ষতা অনন্যসাধারণ। জয়েস এবং মালার্মের পর আজকের লেখক / পাঠক কেউইকথাসাহিত্যের ন্যারেশনে ভাষা ব্যবহারের নিত্যনতুন গুত্বকে অস্বীকার করতে পারবে না। গদ্যের মধ্যে চকিত কাব্যময়তা যা আমরা পাই মালরো বা জিওনে-র উপন্যাসে, তা কিন্তু সার্ত্রের উপন্যাসে নেই। মেটাফর কম, কিন্তু নতুন ধঁাচের, ঝাঁস্য, তীক্ষ্ণতাময়। নিছক অলঙ্করণ, ভাষার সঙ্গীতময়তা সার্ত্রর পছন্দ নয়। কিন্তু এক এক তীব্র মুহূর্তে যখন চরিত্রেরা ফিরে পায় তাদের সম্বিৎ তখন আসে অনুপম মেটাফর। সার্ত্রর অনন্য দক্ষতা ধরা পড়ে কোনো সংলাপের অন্তর্গত স্বগত কথনে যা অপ্রাসঙ্গিকতা বর্জিত, কথ্যভাষার অপ্রচল ব্যবহারে। সার্ত্র ভেঙে দেন রোমান্টিক আবিষ্টতা যা হয়ত গায়ে উঠতে যাচ্ছিল একটি দৃশ্য ও পাঠকের মধ্যে। তাঁর ভাষা স্বাগত জানায় অপশব্দকে, পবিত্রতাকে অবজ্ঞাবাচক শব্দকে, অশ্লীল শব্দকে। এইভাবে সার্ত্রীয় উপন্যাস ন্যাচারলিজম এবং বৌদ্ধিক বিশ্লেষণ দুইয়েরই বিপরীতে দাঁড়ায়া ২য় খণ্ড থেকে কিছু উদাহরণ দেওয়া যাক। রাতদিন সেই বিনম্র অনপনের পূজা মাঠের সতেজ গন্ধের মতো চুইয়ে চুইয়ে প্রবেশ করছে তার সত্তার ভিতরে। হয়তো জল আর বালি নিজস্ব বিষাদময় অস্তিত্বের ভিতর ডুবে যাবে। এরই পাশে তোমার শরীর থেকে মাগী মাগী গন্ধ আসছে বা ইতর বেশ্যা হারামি বাঞ্চোৎ। ২য় খণ্ডে চিত্রকল্পের মৌলিকত্ব ও মানুষ, ঘৃণিত জীবন প্রসঙ্গে পশু উপমান লক্ষণীয়।

(১) বুড়ো হাবড়া চামচিকের মতো মানুষ আছে

(২) নীলরঙ ছেঁড়া কাগজের ঝুলে আছে কুষ্ঠক্ষতের মতো

(৩) যুদ্ধের আর উত্তাপের বিশাল পাহাড়, সমুদ্র আর বালির ওপর চেপে বসেছে একদিকে আর অন্যদিকে এই ইঁদুরের কাতরানি আস্তে আস্তে উঁচু আকাশের দিকে উঠছে তর তর করে। (ইঁদুরের কাতরানি হল বেহালার শব্দ)

(৪) জাঁকালো সন্দিগ্ধ প্রাচীন গরম, দ্বিতীয় ফ্রেডরিক সময়কার উন্নাসিক গরম।

(৫) সমুদ্র এখন শুধু যেন এক প্রদীপ্ত মাঠ ধোঁয়ার।

(৬) জায়গাটার গন্ধ হচ্ছে যেন পচা বাচচামেয়ের মতো।

(৭) প্রথমদিকে পলায়ন রত / সন্ত্রস্ত মানুষ প্রসঙ্গে বারংবার ইঁদুরের উপমান ব্যবহৃত।

(৮) (ছেলেটা) ছটফট করছে খাঁচায় বন্দী পাখির মতো।

(৯) আলো যেন চোখের ওপর শিরীষ কাগজের ঘষা লাগাচ্ছে।

(১০) ঘরটায় কুত্তার গন্ধ, বমি আসছে। (বিবমিষা উপন্যাসের মতো এখানেও বারংবার বমি প্রতীকী অর্থে

(১১) (অদেত) গৃহপালিত জন্তুর মতো শান্ত, সুষমাময়।

(১২) চকচকে পালিশ করা ফিটফাট বাবুরা নাদুস ছেলেমেয়ে আর সুন্দরী বউদের নিয়ে পালাচ্ছে, লেজে আগুন লাগা বিড়ালের মতো।

(১৩) চোখ ধাঁধানো খড়িমাটির মতো বিকেল প্রবেশ করল ঘরে

(১৪) মৃদু হেসে তাকাল আকাশের দিকে ---কচি ঈশ্বর যেন

(১৫) নৌকাগুলো দেখতে লাগল সে, কোনটা তিড়িং বিড়িং করছে ছাগলের মতো

(১৬) নিগ্রো মানুষটার ভাব ছিল বিশ্বস্ত ভদ্র জানোয়ারের মতন।

(১৭) সময়, অদম্য, ক্ষেপা এক চাতুরি, সেই সময় আপন গতি ফিরে পেল, প্রতিটি মুহূর্ত তাকে ধরা দেওয়া হচ্ছে করাতের এক একটি দাঁতের মতো।

(১৮) কুত্তী আমাকে ধরে ফেলেছে

(১৯) ওদের আর আমার মাঝখানে আছে চড়ের একটা পুরনো দাগ

(২০) ওদের সে দেখতে পেল, ইউনিফর্ম পরা, সাংকেতিক আলোর পেছনে গাদা করা ছোট ছোট সামুদ্রিক মাছের মতো।

এরকম আরো অজস্র উদাহরণ আছে। সব বিতর্ক সরিয়ে রেখেও তাঁর পর্যবেক্ষণের সূক্ষ্মতা ও মৌলিকতার তারিফ

করতেই হয়। Rhiannon Goldthorpe তাঁর Sartre : Literature and theory বইতে La Nausee আলোচনা কালে বলেছিলেন তাঁর কথাসাহিত্যের ভাষা শুধু নানা ধাঁচ তুলে ধরে, না, সেই সব প্রসঙ্গের নাটকীয় সংঘাতও তুলে ধরে। এবং 'ড্রন্দ্ব নব্দ ব্ধপ্সক্স স্তুব্ধভ্রন্দ্বন্দ্ধ ম্প্সন্দ্বব্ধনন্তুক্রস্তু স্তুনব্দন্তুত্বক্তজব্দনল্লন্দ্ব প্তুক্লব্ধক্রব্ধব্দ ছত্ন. ৪৩গ্ন শব্দ বা ধবনি চেতনা শুধু এই সংঘাতেই ফোটান তাই না, স্বাধীনতার পথে পথের ২য় খণ্ডে শব্দৈষণা একটি অংশে চমকপ্রদ হয়ে ওঠে। দানিয়েলের স্বগতকথন থেকে একটু উদ্ধৃতি--- শব্দটা বজ্র হয়ে ঘুরছে, বিশাল শূন্য ঘরে প্রতিধবনি তুলছে। দূর হোক শব্দাবলীর, ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে তুচ্ছাতি তুচ্ছ বিরতির সৃষ্টি করে, প্রতিটি শব্দ নিজের সত্তার প্রত্যন্ত প্রান্তে গিয়ে তার মুখোমুখি হয়...। ...শব্দকে মশার মতো তাড়াতে হবে ঃ সে শুনতে থাকে, এক, দুই, তিন --- শব্দ এল তার কাছে ঃ গ্রীষ্মের অতিথির আপ্যায়ন যেন। ...শব্দহীন, কণ্ঠহীন -- নৈঃশব্দ চারপাশে, উপরে নিচে ঃ আর সেই নিঃশব্দের ঠিক মাঝখানে সে নিজে যেন এক বাক্যবাগীশ যতি। ...ধীরে ধীরে কিন্তু নিশ্চিত বেনো বাতাসের থামগুলো যন্ত্রের পিস্টনের মতো এসে আঘাত কক সঞ্জীবনের জন্য সংগ্রামশীল শব্দাবলীর উপর। ...(শব্দ) একটা কাস্তের মতো লেগে রইল তার সঙ্গে বিদ্ধ হয়ে, অসাধারণ, মর্মন্তুদ এবং পুলকময়। অনেকক্ষণ পরে শেষ পর্যন্ত কোসাটা ফাটল, উন্মোচিত হলো...।

৩য় খণ্ড হল Iron in the Soul যেখানে ম্যাথু তার যাবতীয় দুর্বলতা দমন করার চেষ্টা করে, অতীতের যাবতীয় অসংলগ্নতা ও অনম্বয়কে ত্যাগ করে একটা সদর্থক জীবন যাপনের অভিপ্রায়ে ১৯৪০ সালে আগত জার্মান সৈন্যবাহিনীর বিদ্ধে গুলি গোলায় নামে। এই খণ্ডে ফ্রান্সের পতন বর্ণিত, প্রধান চরিত্রগুলি পূর্বোক্ত দুটি খণ্ডের মতোই। গল্প এখানে আরো ব্যক্তিগত ছাড়িয়ে সংগ্রামের ছড়িয়ে পড়ে। পরাজিত ফরাসী সৈন্যবাহিনীর অংশ, যে সৈন্যদল ছেড়ে অফিসাররা পলাতক, সৈন্যরা আত্রমণরত জার্মানদের কাছে বন্দী হতে যাচ্ছে। অপরাধ এবং নির্দোষিতার সহাবস্থান যা পূর্ব দুটি খণ্ডে ছিল না। অদ্ভূত এক profundity ও শান্ততা বিচরণরত সৈন্যদের মধ্যে। ম্যাথুর মনে হয়েছে এ বুঝি হতাশার দৈব ভূমি। ম্যাথু ঘোরে, আগন্তুকরা তাকে স্যালুট করে, তাদের চোখে মুখে সর্বস্বান্ততা। ম্যাথু বোঝে সমষ্টিগত বিপর্যয়ের চেহারা, গল্প বাঁধা হয় এই চেতনায়, যুদ্ধ সংকটে মানুষ অনুভব করেছে আপন সত্তার সংকট। স্পেনের দুঃসময়ে এগিয়ে আসেনি ফ্রান্স, আমেরিকা ও চিত্রশিল্পী গোমেজ, যুদ্ধে কর্ণেল হয়েছে, তারপর জীবিকা সন্ধানে পর্যুদস্ত। বন্দী শিবিরে, অসুস্থ শিবিরে, মানুষের ভবিষ্যৎহীনতার অস্থিরতা আর বারে বারে যুদ্ধের বিরোধিতা। পরাজয় এবং মৃত্যু অনিবার্য জেনে ম্যাথু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ করে, হত্যা করে, ইচ্ছার স্বাধীনতার সংগ্রামে নিজেকে বলি দেয়। ৩য় খণ্ডে রিপোর্টজগত উপাদন এবং ব্যক্তি চরিত্রের প্রত্যক্ষ উপস্থাপন তুলনায় বেশী একথা মানা যায় না। দ্বিতীয় লক্ষণ তিনটি খণ্ডেই বিদ্যমান। এই খণ্ডের শু নির্বাসিত স্প্যানিশ প্রজাতন্ত্রী গোমেজ -এর নিউইয়র্কের উত্তাপে কষ্ট পাওয়ায়, আমেরিকানদের ফূর্তিবাজ মানসিকতার উদঘাটনে, যা হয়ত সার্ত্রর ১৯৪৫ -এ আমেরিকা পরিদর্শনের অভিজ্ঞতাভিত্তিক। সার্ত কেন এই উপন্যাস এর ৪র্থ খণ্ড লিখলেন না। আইরিশ মার্ডকের ধারণা, উপন্যাসকে প্রাণবন্ত করে যে মানব জীবনের সাধারণ ব্যাপার সাপার সে প্রসঙ্গে বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা সহানুভূতি ছিল না। পরিবার জীবন সম্পর্কে তাঁর ধারণা তেমন ছিল না, ধর্ম সম্বন্ধে তেমন আগ্রহ ছিল না, রাজনৈতিক চেতনা বর্জিত মন্থর শ্রেণী সম্পর্কে খুব একটা আগ্রহ ছিল না। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষ সবাই যে আত্মসুখ সর্বস্ব পশু নয়, যন্ত্রণার্ত বুদ্ধিজীবী নয় এ ধারণা তার ছিল না। কারণ যাই হোক, উপন্যাসটির ৪র্থ খণ্ড লেখা শু হলেও শেষ হল না, গ্রন্থিত হল না। এডমন্ড উইলসন যে উপন্যাস ত্রয়ীকে ব্দনপ্পন্মপ্তুন্ত থ্স্তুভ্রব্দব্দন্দ্বস্তু প্সন্দ্রক্র নপ্তুপ্ত-ন্মন্ত্রস্তু প্তুভ্রন্দ্বন্দ্বন্দ্ব ব্ধন্দ্ধ্রন্তুড়ন্দ্বক্স বলেছিলেন তা অসমাপ্তই থেকে গেল এবং সার্ত্র নাটক লিখলেন, কিন্তু আর উপন্যাসে ফিরে এলেন না। (অবশ্য গল্প লিখেছেন তারপরও) সে যাই হোক, দর্শন তাপিত ত্রয়ী উপন্যাস, যাতে ব্যক্তিক ও সময়সময়ের আততি মিলিয়ে তৈরি হল এক অনন্যস্বাদী উপন্যাস, যার বিশিষ্টতা এ শতাব্দীর উপন্যাস প্রয়াসে নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। একসময় উপন্যাসে আধুনিকতার একটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে ভার্জিনিয়া উলফ বলতে চেয়েছিলেন। তা হল বহিরাঙ্গিক ঘটনা পরম্পরার আনুপূর্বিকতার পরিবর্তে মনোজগতের উন্মোচন ও উপস্থাপনা। তার পরবর্তী-কালে এল উপন্যাসে বুদ্ধিজীবী চরিত্রের প্রাধান্যময় আধুনিকতা। জিদের ন্দ্বব্দ ঞ্চুব্রপ্র — ত্তপ্সু -ভ্রস্তুন্দ্বব্রক্তজব্দ উপন্যাসের একটি চরিত্র ঠিকই বলেছিল উপন্যাসে বুদ্ধিজীবী চরিত্রের উপস্থাপনা সবসময়ই বিপজ্জনক। তারা পাঠককে যথেষ্ট পরিমাণে একঘেয়েমি (bored) - তে এনে দেয়। ফরাসী উপন্যাসের বিংশ শতাব্দীর ইতিহাস হল বুদ্ধিজীবী চরিত্রের আগ্রাসন। এর আগে এরকম প্রাচুর্য, মানে বুদ্ধিজীবী, চিন্তাশীল চরিত্রের প্রাচুর্য দেখা যায় নি। এমন দক্ষতার সঙ্গে এমন চরিত্রের উপস্থাপন ও পূর্বে যায় নি। বিশেষ করে ত্রিশের

দশক থেকে বুদ্ধিজীবী চরিত্র প্রাধান্য পেতে থাকল বেশী মাত্রায়। মালরো-র উপন্যাস এবং অস্তিত্ববাদীদের উপন্যাসে তা বেশী করে দেখা দিল। সার্ত্রর ঐতিহাসিক রোকেতঁ (লা নোজে) বা দর্শন অধ্যাপক ম্যাথু দেলা (লে সেমিল দ্য লা লিবের্তে) তার দুটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ। এমনকি এদের চারপাশের গৌণ চরিত্র কয়েকটিও (যেমন স্বশিক্ষিত, ব্রুনেট, বোরিস) লেখাপড়া তাদের যতটা থাক বা না থাক এমনই ধাঁচের। এই বুদ্ধিজীবী চরিত্র ব্যাপারটা ফরাসী বৈশিষ্ট্য, শিল্পী চরিত্রের মতই। এর নানা জাগতিক কারণ অবশ্য আছে। এর একটা হল--ফরাসী দেশেই সামাজিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সমূহ এমনভাবে জড়িয়ে যায় যে Literature of ideas গড়ে ওঠে শক্ত সমর্থ কাঠামো নিয়ে। তবে উনিশ শতকীয় ফরাসী উপন্যাসের সঙ্গে বিশ শতকীয় ফরাসী উপন্যাসের এবং সাম্প্রতিক কালের মেটাফিজিকাল উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য আছে। জাঁ পল সার্ত্র বলছেন--এইধরণের উপন্যাসে ত্তন্দ্বব্ধন্মড়ন্তুব্দনন্তুব্দ নব্দ স্পব্ধত্র ব্দব্ধন্দ্বজনপ্তন্দ্ব স্তুনব্দন্তুত্তুব্দব্দনস্ফ স্ফত্রব্ধব্ধব্ধত্রন্তুব্ধ ত্রব্ধনস্ফব্দ ভ্রড়নন্তুড় প্তনন্দ্ব স্তুব্ধস্ফস্তু ন্দ্বপ্রন্মান্দ্বজনন্দ্বস্তুন্দ্ব, স্তুব্ধ জন্দ্বন্মাজন্দ্বব্দন্দ্বব্ধব্দত্র স্তুস্তুপ্সনন্তু ন্দ্বন্দ্রন্দ্রস্পজব্ধ ব্ধস্প ন্দ্বপ্সত্রন্তুন্দ্ব ব্ধড়ন্দ্ব ড়ত্তুস্প্র স্তুস্ফস্তুনব্ধনস্ফ ন্দ্রজস্পপ্স ভ্রনব্ধড়ন্দ্রস্তু ন নব্ধব্দ ব্ধস্পব্ধপ্তনব্ধন্তু' ছ্র্রব্ধ নব্দ স্নব্ধন্দ্বত্রব্ধব্ধত্তুজন্দ্ব) এ ধরনের বুদ্ধিজীবী প্রধান উপন্যাসে সমস্যা চমক সৃষ্টি করে না, বরং তা অভিজ্ঞতার অন্তর্গত হয়ে সত্তাকে নাড়া দিয়ে যায়। বুদ্ধিজীবী নায়ক একাকীত্বের শিকার, তবে সে সমাজের সঙ্গে বিবাদে লিপ্ত নয়। সে গভীরতর, জটিলতর, ব্যক্তিগত নাটকে জড়িয়ে যায়। সে একই সঙ্গে অত্যাচারিত যুগের নায়ক, শিকার, হাস্যাস্পদ ব্যক্তিত্ব, অনেক সময়ই রাজনীতি তার কাছে ট্রাজেডি, স্বাধীনতা তার একান্ত প্রয়োজন। বিশ শতাব্দীর বুদ্ধিজীবীনায়ক সামাজিক, রাজনৈতিক, নৈতিক সংকটে আক্রান্ত--যার থেকে পরিত্রাণ কোন পথে তা সে জানে না।

সার্ত্র যে কটি উপন্যাস লিখেছেন তাতে একজন বুদ্ধিজীবী প্রধান চরিত্র হয়ে ওঠে, তার বৈশিষ্ট্য হল সে লজ্জা ও অপরাধবোধে আপন্ন। বুদ্ধিজীবী চরিত্র উপন্যাসে থাকলে তা আর পাঁজজন মানুষের (অন্তর্গত চরিত্র ও পাঠক) মধ্যে হারানোর, নির্বাসনের বোধ জাগিয়ে তোলে, সে ব্যাপারটা এমন কিছু কথা বলে যা একজন বুদ্ধিজীবীর পক্ষে সম্ভব। এ উপন্যাস অ্যালিয়েনেশন ও অ্যাবসার্ডিটির জীবনগত অভিজ্ঞতার ছবি আছে, যা শেষ পর্যন্ত জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে। নায়ক, জীবনযাপনে বিস্বাদ পেতে পেতে এক বৌদ্ধিক উৎকন্ঠার মধ্যে দিয়ে ভয় উত্তীর্ণ হয়। এই সঙ্গে নায়ক ও সময়ের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতার কথা সে উচচারণ করে। অস্তিত্বের বৌদ্বিক ভঙ্গিমাতেই বিন্যস্ত। সার্ত্রর বুদ্ধিজীবী চরিত্র প্রথমাবধি দার্শনিক দায়িত্ব পালন করলেও ব্যঙ্গ ও শত্রুতার পাত্র। স্বশিক্ষিত এবং ট্যুটর এই দুটি চরিত্র কমিক। এমন কমিক পরিস্থিতি লা নোজে উপন্যাসে একাধিক আছে (যথা - গুস্তাভ ইমপেত্রাজ এর মর্মর মূর্তি বর্ণনায়, রবিবারের মিলনমেলায় টুপির চ্যাপলিন সুলভ প্রদর্শনী, শিল্প সংগ্রহালয়ে সালাউজ -এর চিত্র ইত্যাদি) এমনকি সিরিয়াস ইনটেলেকচুয়ালরাও প্রশ্রয় পায় না। রোকেতঁ থাকে স্বার্থপর একাকীত্বে - পাঁচজন সাধারণ লোকের রবিবার আর তার রবিবার এক নয়। সাধারণ গ্রন্থাগার ও কাফেতেই একমাত্র সে যেতে পারে। তার পাকাপাকি কোনো রক্ষিতাও নেই, তার যৌনযাপন নেহাৎই স্বাস্থ্যরক্ষা ক্রিয়া মাত্র। ম্যাথু দেলাকে ও তার তাত্ত্বিকতা বাদ দিলে অপ্রসন্ন ভঙ্গিতে রাখা হয়। নিজ ধাঁচের মুক্তিপন্থী এ লোকটা কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে না। তাকে দেখলেই লোকে অস্বস্তিবোধ করে। সে প্রেমিকার গর্ভপাতে শিক্ষক হিসেবে সঙ্কুচিত। আবার একই সঙ্গে এক তণীর প্রতি আকৃষ্ট। সে গর্ভপাতের খরচার টাকা চুরি করে, আর রাজনৈতিকভাবে ও যথেষ্টঅপরিণত। চৌত্রিশ বছরের এই শিক্ষক যে পেটি বুর্জোয়া আরামের জীবন চায়, যে বয়ঃসন্ধি বালকের মতো মুক্তিবাদী, তবে লোকে তাকে দায়িত্ব পালনে ভীত বুড়ো ছাত্র বলে বিদ্রূপও করে। স্পেনের গৃহযুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে পাবার জন্য সে নিজেকে দোষারোপ করে। তবে এই আত্মঘৃণা ফাঁকা আওয়াজ মাত্র, আত্মপ্রশ্রয়ের নামান্তর মাত্র। বুদ্ধিজীবিত্বের এ হল ক্যারিকেচার। এর পাশে আছে মানবতা প্রসঙ্গে সনাতনী মূল্যবোধের প্রতি আক্রমণ। স্বশিক্ষিত আগিয়ের এক ধরণের ভাবালু নীতি প্রবণতার এক বিশিষ্ট সংস্কৃতির শরিক। তার জ্ঞানান্বেষণের পদ্ধতি ও যথোচিতহাস্যকর। সবচেয়ে উদ্ভট আদিবাসী নৃত্য, তাদের পিতৃমাংস, নিষিদ্ধ সম্পর্কে যৌনাচার, পুষত্বহীনকরণ, ঠোঁট ফুটো করা---এসব নিয়ে সে ভাবে। এর থেকেও বিরক্তিকর হল এক ফাঁকা ভ্রাতৃত্ববোধ, এক মানুষ সম্পর্কিত ধারণা। রোকেতঁ বলে সে জানে নানা প্রকারের মানবতাবাদী -- উদারপন্থী, কমিউনিস্ট, ক্যালিক, দার্শনিক, যারা তার মতই মানুষকে ভালোবেসে, যারা তাকে রক্ষা করবে, আর বলা যায় বিবমিষা বইটি মানবতাবাদের প্রতি অংশত ব্যঙ্গে ভরপুর আর দায়বদ্ধতা নিয়ে ও রঙ্গে ভরা। দ্দনন্তুব্ধস্পজ চজস্পপ্সন্তুব্ধজব্ধ হয়ত তাই বলেন--- 'বড়নব্দ ত্রব্ধব্ধত্রন্তুস ত্রব্ধন্ব্দব্ধ ব্ধড়ন্দ্ব ত্রব্ধনন্তু ব্ধন্দ্বন্দ্বব্ধব্দ ক্রস্তু

ত্রব্ধব্ধনব্ধত্তস্তন্দ্ববন্দ প্সন্দ্র ড্রত্তপ্লব্ধন্দপ্প নব্দত্র তুন্দ্বত্তজপ্লব্ধন্দব্ধ ন্দ্রন্দ্বব্ধত্তজন্দ্ব প্সন্দ্র ড্রপ্রনব্দব্ধন্দব্ধন্ত্রপুনব্দব্ধ পুনব্ধন্দ্বত্তব্ধত্তজন্দ্ব. ছবড়ন্দ্ব ঢব্ধন্দ্বপুপুন্দ্বত্তব্ধত্রপ্ত ড্রন্দ্বত্তজপ্স, তুন্ধ ১৮৪) ভ্রান্ত সংস্কৃতি, ভ্রান্ত স্বাধীনতা সর্বত্র। ট্যুটর চরিত্রটি দাস মনোভাবাপন্ন, তাই সে যা পেতে পারে তাতো সদর্থক স্বাধীনতা, ম্যাথুক ও সদাই ঝুঁকি এড়িয়ে চলে, সে ভাসমান, বিমূর্ত্ত, জীবন অনুপস্থিত। ম্যাথু আত্মঅভিযুক্তের ভালো উদাহরণ। মাঝে মাঝে সে সৎ, বন্ধুভাবাপন্ন, কিন্তু তাকে পাঁচজনের চোখে, এমনকি তার নিজের চোখেও অশ্রদ্ধেয় হিসাবে দেখানো হয়। ইভিচের চোখে সে ভয়াবহ ব্রুনেট -এর মুখে নিন্দা শুনেও সে খুশী। সার্ত্রসৃষ্ট বুদ্ধিজীবীরাএইভাবে বিচার্য হতেই চায়। ১ম খণ্ডে ম্যাথুর চারপাশে সচেতন ভাবে এমন সব পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয় যাতে সে তীব্র বিচারের মুখোমুখি হতে পারে। আর আছে ইভিচ, এক খেয়ালী, ধৈর্যহীন যুবতী, অস্তিত্ববাদী চিন্তার আশ্রয়ী যার কাজই হল জটিল করে তোলা এবং অপ্রীতিকর সত্য বলা। আর তার ভাই জ্যাক, যে পেটি বুর্জোয়া বিদ্রোহের অসংগতি দেখিয়ে দেয়, পরিপার্শ্ব নিয়ে লজ্জা তার, যদিও তা খণ্ডন করতে অপারগ। তার পুরোনো বন্ধু ব্রুনেট যে রাজনৈতিক কাজে খুঁজে নেয় মুক্তি, যে ঠাট্টা করে ম্যাথুকে বলে সমাজ - বিশ্বাসঘাতক, ভ্রান্ত স্বাধীনতার ও বিচারী বুদ্ধি দিয়ে দায়িত্বজ্ঞানহীনতার স্বপক্ষে যুক্তি খোঁজে। সে কল্পনা করে যেন শুনতে পাচ্ছে ভ্যালেন্সিয়ার বোমায় বেঁচে যাওয়া কেউ কেউ উচচারণ করছে ঃ সালাউদ ছত্তব্ধজব্ধজন্দ্ব, ন্দ্রনপুব্ধড়ত্ত ব্দব্ধন্দ্বন্সন্দ্বজব্দ, ব্ধব্ধব্দব্ধজস্তব্দ)। পরে ৩য় খণ্ডে দেখব এইসব মনোভাব পাচ্ছে বাস্তবরূপ। ম্যাথুর সাথী লঙ্গিন তাকে বুঝিয়ে বলছে তাদের সৈন্যদলের সববাই তাকে অপছন্দ করে। এই যে সমালোচ্য মানুষ এরা তো সমগ্র ফ্রান্সেরই মানুষের দ্বারাই সমালোচ্য। এই যে সব সময় চারপাশের মানুষ সমালোচনা করছে, সম্বিতে ধাক্কা মারছে এটা সার্ত্রর দাশনিক মনোভাবের সঙ্গে খাপ খায়। আমাদের চারপাশে যেন অনেক আয়না, চারপাশে বিপরীতমূলক সত্তার অবস্থান। ম্যাথুর চলাফেরা, নড়াচড়া সর্বদাই তার পাশে এই বিচারী সত্তার অস্তিত্ব। এই আয়না, এই বিচার এ এক কারাগার সার্ত্র বলতে চান। তারা আয়না চায় আবার আয়নায় ভয়ও পায়। তবে এ নরক সে তো স্বসৃষ্ট নরক। আত্ম অভিযোগ থেকে লজ্জা। দোষীর মনোভাব--- সার্ত্র বলেন এ হল একা থাকার দোষ, চিন্তা ও জীবনযাপনের দোষ, না মনে যাওয়ার দোষ। ২য় খণ্ডে আছে একটি মন্তব্য -- প্রতিটি মনস্তাপের জন্য সে তৈরী, সমালোচকরা বলে এটাই হতে পারে এই তিনখণ্ডের এপিগ্রাফ। এই খণ্ডের শুতে আছে এক মাতাল ভিক্ষুক, যে ম্যাথুর সহৃদয়তা দেখে কৃতজ্ঞতায় মাদ্রিদে পৌঁছানো খাম থেকে একটি ডাকটিকিট উপহার দেয়। ইঙ্গিত হল এমন এক যুদ্ধ, স্পেনের যুদ্ধ, যাতে ম্যাথু বা এই ভিক্ষুকটি কেউই অংশ নেয় নি। ভিক্ষুকের এই মোটিফটি তাৎপর্যপূর্ণ। সে ছাড়া পাবার জন্য ভিক্ষে দেয়, পুলিসের হাত থেকে তাকে বাঁচায়, আবার তার সঙ্গে মদ খেতে অরাজী হয়। ৩য় খণ্ডে সৈনিকদের সঙ্গে ম্যাথু মদ খেতে অরাজী হয় অর্থাৎ তাদের দুঃখকষ্টে ভাগ নিতে গররাজি। নিজের উচচমন্যতার বোধে সে পীড়িত অথচ ছাড়তে নারাজ। সার্ত্র ঘোষণা করেন মানুষ মুক্ত হতে বাধ্য, তবে এই মুক্তি বা স্বাধীনতার অর্থ সমগ্র পৃথিবীর ভার বহন করতে যাওয়া, যেকোনো ঘটনাই তার ঘটনা, যে কোনো যুদ্ধই তার। এই সূত্রেই ২য় খণ্ডে নাটকীয় বদলের পর বদল ।অস্তিত্ববাদী স্বাধীনতার ট্রাজিক ও প্যারাডক্স এই পরিস্থিতি সার্ত্র উপস্থিত করেন তাঁর দার্শনিক নিবন্ধেঃ I carry all by myself the weight of the world without there being anything of anyone that can lighten the burden.

আর একটা জিনিস আমাদের চোখে পড়বে। মনস্তাপ, লজ্জা সমালোচনা, জীবনের শূন্যতা অনন্বয় প্রভৃতির প্রভাবেই নিজেকে ক্ষতবিক্ষত করার ঝোঁক সার্ত্র সৃষ্ট চরিত্রে লক্ষণীয়। রোকেতঁ, ম্যাথু, ইভিচ, গোয়েজ সববাই নিজেদের হাত ক্ষতবিক্ষত করেছে। এই অদ্ভুত ট্রাজিক কানাগলির মধ্যে সার্ত্রীয় নায়করা কোনো পরিত্রাণের কৌশল সন্ধান করে না, শিল্পে মুক্তি খোঁজে না যা সার্ত্রপূর্ব উপন্যাস ঐতিহ্যে আছে। সব ইলিউশন পরিত্যক্ত হয় যথেষ্ট সৎভূমি নয় বলে। বিশেষতঃ সুখতৃপ্তির ইলিউশন, পরিচ্ছন্নতার ইলিউশন। ৩য় খণ্ড অর্থাৎ শিকল অন্তরের একটি চরিত্র বলেছিল--আমি সুখী নই আর আমার বন্ধুরা যখন জেলে কিংবা গুলিতে মৃত তখন আমি যদি সুখী হবার চেষ্টা করি তাহলে আমি একটা শূয়োর। এই কঠোর আনুগত্য, অন্যের নিগ্রহের প্রসঙ্গে সহমর্মিত্ব এই সব বুদ্ধিজীবী চরিত্রকেকরে তোলে একই সঙ্গে কণাযোগ্য, অশ্রদ্ধেয় অথচ বিশ্বজাগর। দ্বিচারিত্রের এই অবস্থান বুঝি যুগের, তাঁর নায়কদেরও চিহিত করে দিয়ে যায়।

সার্ত্রকে নিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সংকট ছিল জটিল। সার্ত দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদের কিছু ব্যাপার মানলেও নিন্দা করেন অনেক ক্ষেত্রে, রাশিয়া এবং স্ট্যালিনি বীতশ্রদ্ধ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তববতায় তাঁর বিন্দুমাত্র উৎসাহ কোথাও দেখা যায়না। কমিউনিস্ট পার্টির ব্যক্তি নিয়ন্ত্রণ, নির্মম সমালোচনা তাঁর অপছন্দ। অথচ এই সার্ত্রই বহু উল্লেখ্য আন্দোলনে, বিপ্লবে সোচচার। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর রোজের গারোদি সার্ত্র এবং অন্য অস্তিত্ববাদী লেখক বুদ্ধিজীবীদের স্মব্জপ্সব্ধড়ন্দ্বব্ধব্দ প্সন্দ্র

স্তন্দ্বদন্দ্ধনজ আখ্যা দিয়েছিলেন। জার্মান অধিকৃত ফ্রান্সে পার্টি মহলে একথা প্রচার করা হয়েছিল যুদ্ধবন্দী শিবির থেকে স ার্ত্রকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে প্রতিরোধ আন্দোলনে গুপ্তচরবৃত্তি করার জন্য। ফিলিপ থডির অনুমান স্বাধীনতার পথের পথে৪র্থ খণ্ড না লেখার কারণ রাজনৈতিক। পঞ্চাশের প্রারম্ভে স্ট্যালিন সব আশা অন্ধকার করে দিয়েছিল। এ উপন্যাসের আশাব্যঞ্জক উপসংহার করা তাই ছিল অসম্ভব। কিন্তু দায়বদ্ধতার তত্ত্ব প্রচার করে ও সার্ত্র তাঁর অস্তিত্ববাদী দর্শন মারফৎ উপন্যাসের চরিত্রদের পৌঁছে দিতে পারলেন না কোনো আশার রৌদ্রালোকে। লেখকের মনোনৈরাশ্য ও রাজনৈতিক মে াহমুক্তি কাজ করল এ ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক সার্ত্র তাই ক্রিটিক্যাল রিয়ালিস্ট থেকেগেলেন, প্রতিক্রিয়াশীল দর্শন ও প্রগতিশীল দর্শনের মাঝামাঝি রইলেন তাঁর অস্তিত্ববাদ নিয়ে, যাতে আধুনিক মানুষের জীবন সংকট এল, জীবনের ব্যক্তিমুখিনতা সম াজমুখিনতার চাপে পর্যুদস্ত হল, কিন্তু বামপন্থী শিবিরে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার উজ্জ্বল সীমানায় অভিনন্দিত হল না।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com